‘ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া’
হাদীসের ব্যাখ্যা

নবীদের ওয়ারিশ

মূল
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.)

বাংলা রূপায়ণ
মহিউদ্দিন রূপম

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

সম্পাদনা
মুফতি মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক, আহমাদ ইউসুফ শরীফ

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

নবীদের ওয়ারিশ

ওয়াফি পাবলিকেশন

নবীদের ওয়ারিশ

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.)

গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৩

ISBN: 978-984-96125-2-0
www.wafipublication.com
+880 1741 992 664
+880 1324 299 976

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ১৭২ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Nobider Warish—Bengali version of Warasatul Ambiya Sharhu Hadithi Abid Darda by Imam Ibnu Rajab Hambali, translated by Mohiuddin Rupom, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নিচ তলা, প্রথম গলি, প্রথম দোকান।
বাংলাবাজার, ঢাকা

ইলমের জন্য নিবেদিত প্রতিটি প্রাণ। যারা ইলমের খোঁজে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। জাগতিক কিছু না পেলেও ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা জমিনের বুকে টিকিয়ে রাখতে নিজের সময়, শ্রম, সব ব্যয় করে দিচ্ছেন। সত্য বলার অপরাধে কখনো কারাগারে, কখনো ফাঁসির কাষ্ঠে জীবন দিচ্ছেন, সমাজের অজ্ঞ লোকদের দ্বারা বারবার প্রতিহত হলেও যারা অবিচল আছেন, নবীদের সেসব ওয়ারিশদের উদ্দেশে বইটি উৎসর্গ করছি। দুনিয়া-আখিরাতের উভয় জীবনেই আল্লাহ তাদের সুখে রাখুক, তাদের পরিবার-পরিজনের দেখভাল করুক এবং জান্নাতে নবীদের প্রতিবেশী হিসেবে কবুল করে নিক।

— মহিউদ্দিন রূপম

নীড়পাতা

নবীওয়ালা সফর	০৭
ইলমের খোঁজে শত মাইল	১১
ইলমের পথ: জান্নাতি পথ	১৯
জবানের ইলম, মনের ইলম	২৯
জ্ঞানতাপসদের ধরন	৩৩
দুনিয়ার বুকে জান্নাতের বাগান	৩৯
আলেমের পাশে সৃষ্টির সবাই	৪৭
আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব	৫৭
ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব	৬৯
মানুষের বৈচিত্র্য	৮১
নবীদের ওয়ারিশ	৮৫
সালাফদের চোখে আলিমের দুনিয়াবিমুখতা	৯৭
মনীষী পরিচিতি	১০৭

নবীওয়ালা সফর

অনেক বছর হয়ে গেল নবীজি (ﷺ) আমাদের মাঝে নেই। দুনিয়ার মায়া ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন সর্বকালের সেরা মানুষটি। প্রিয় সাহাবীরা পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছেন ঐশী বার্তা নিয়ে। কেউ রয়ে গেছেন মক্কায়, কেউ আছেন মদীনায়, কেউ আবার ইউরোপ-আফ্রিকার মতো মহাদেশে ছড়াচ্ছেন দ্বীনের দ্যুতি। আবূ দারদা তখন সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থান করছেন। কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল এক ভদ্রলোক। চেহারা-সুরতে পাণ্ডুরতা স্পষ্ট। পোশাক-আশাকে দৈন্যদশা। ঠাহর করতে কষ্ট হলো না, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসেছেন তিনি। বিষয়টা সে যুগে স্বাভাবিকও বটে। কারণ, তখন না ছিল কোনো উড়োজাহাজ, না কোনো বুলেট ট্রেন কি ট্রাভেল বাস। কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো উটে চড়ে, কখনো গাধা-খচ্চরের ওপর ভর করে, কখনো আবার নগ্ন পা জোড়া নিয়েই পাড়ি দিতে হতো সীমান্ত থেকে সীমান্ত।

‘তা ভাই, তুমি কী মনে করে এখানে এলে?’ জিজ্ঞেস করলেন আবূ দারদা।

লোকটি বলল, ‘শুনেছি, আপনি নবীজির হাদীস জানেন। একটি হাদীস শুনতে এসেছি।’

‘একটি হাদীস শুনতে! কোনো জাগতিক প্রয়োজন নেই?!’ যেন খানিকটা বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন আবূ দারদা।

‘না। নেই।’ লোকটির সাদাসিধে উত্তর। আবূ দারদার কৌতূহল এবার আরও বেড়ে

গেল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—তাহলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এসেছ বুঝি?

—না, তেমন কিছু না।

—এর মানে বলতে চাচ্ছ, শুধু একটি হাদীস শুনতেই এসেছ?!

—জি, ঠিক ধরেছেন।

হাল জামানায় নবীজির হাদীসের প্রতি কারও ভেতর এত অনুরাগ দেখে যারপরনাই অবাক হলেন আবূ দারদা। বিষয়টি আসলেই ভিরমি খাওয়ার মতই। বয়স তো কম হলো না। নবীজির সান্নিধ্যে থেকেছেন অনেক বছর। তাঁর ভাস্বর সফেদ অবয়ব দেখেছেন নয়ন ভরে, তাঁর লহরধ্বনী শুনেছেন হৃদয় দিয়ে, তাঁর সেরা সাহাবীদের সঙ্গে বসেছেন চাতক পাখি হয়ে, শিখেছেন অনেক দামি দামি কথা, অমূল্য সব বাণী-শিক্ষা। তাঁর পবিত্র জবানে শোনা হাদীসের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। কিন্তু এত হাদীসের ভিড়ে কোন হাদীস লোকটাকে বলবেন, কোন হাদীসটি তাকে দ্বীনের পথে আরও এগিয়ে দেবে, নিয়ে যাবে স্বপ্নিল জান্নাতের দোরগোড়ায়। ক্ষণিকের জন্য ভাবনার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেলেন আবূ দারদা। ভাবছেন আল্লাহর রাসূলের কথাগুলো। লোকটার যুতসই কিছু দরকার। সংবিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাকে একটি হাদীস শোনাই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি:

> ‘ইলমের খোঁজে যে পথ মাড়ায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয় ইলম তালাশকারীর পদতলে। আসমান-জমিনের প্রতিটি প্রাণই আলেমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, এমনকি জলের মাছও। একজন (প্রভুভক্ত) আবেদের ওপর একজন আলেমের মহত্ত্ব সমস্ত তারকার মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের মহত্ত্বের ন্যায়। আলেম-উলামা নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীরা কিন্তু কোনো বিত্ত-সম্পদ রেখে যান না, রেখে যান ইলমের আধার। কাজেই যে ইলম গ্রহণ করল, সে যেন পুরো একটি অংশ লাভ করল।[১]’’

১. আবূ দাউদ (৩৬৪১), দারেমী (৩৪২), রিয়াদুস সালেহীন (১৩৯৬)

সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা এই হাদীসের ব্যাখ্যাই জানব। কী আছে এতে, কেন এত এত নেককার বান্দা থাকতে একজন ত্বলিবুল ইলমের পদতলে ফেরেশতারা তাদের ডানা মেলে দেয়, কী এমন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে ইলম অর্জনের মাঝে যার জন্য আসমান-জমিনের সকল পশুপাখি ত্বলিবুল ইলমের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে! কেন এত হাদীসের ভিড়ে আবূ দারদা এই হাদীস বেছে নিলেন? ইনশা আল্লাহ আমরা হাদীসটির মাঝে লুকিয়ে থাকা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আলো জ্বেলে দেখব।

অনুবাদের বেলায় ইমাম ইবনু রজব (রহ.)-এর মূল বইয়ের লেখাগুলো শাব্দিক অনুবাদের বদলে আমি চেষ্টা করেছি বাঙালি পাঠকদের উপযোগী করে ভাবানুবাদ করতে। মূল বইয়ে কোনো শিরোনাম ছিল না। পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি লেখা আলাদা আলাদা শিরোনাম, উপশিরোনামে ভাগ করেছি, যেন রকমারি বিষয়ে পড়তে পড়তে পাঠক খেই হারিয়ে না ফেলেন। আশা করি এতে সাধারণ পাঠকদের উপকারই হবে। ব্যক্তিগতভাবে শত ব্যস্ততার ফাঁকেও নিজের অনুবাদ-কর্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে বারবার পড়তে এবং ঘষামাজা করতে কার্পণ্য করিনি। তবুও মানুষ হিসেবে কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই সচেতন পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, পাঠযাত্রায় কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে ইমেইলে অবহিত করবেন। পাশাপাশি পাঠ্যানুভূতি জানিয়েও উপকৃত করবেন। আপনাদের পাঠ্যানুভূতি শুধু লেখক, অনুবাদকদেরকেই উপকার করে না; বরং বইটি সম্পর্কে যারা জানে না, তারাও উপকৃত হয় এবং তৈরি হয় নতুন পাঠক।

পরিশেষে রবের নিকট আর্জি জানাই, তিনি যেন আমার এই অনুবাদকর্ম কবুল করে নেন, এতে ইখলাসের ত্রুটির জন্য আমাকে যেন পাকড়াও না করেন, এর ভেতরে থাকা প্রতিটি উপদেশ সবার আগে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করেন এবং এই বই পড়ে কেউ উপকৃত হলে আমাকে যেন এর উছিলায় কাল হাশরের ময়দানে মাফ করে দেন। আর বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত ওয়াফি পাবলিকেশন টিম এবং নিজের প্রাপ্য সময় ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তাকারিণী আমার প্রিয়তমা আহলিয়া—সবাইকে কিয়ামতের দিন রবের ছায়ায় আশ্রয় দান করুক।

মহিউদ্দিন রূপম
১৬ আগস্ট, ২০২১ ইং
সোমবার, রাত দশটা আটাশ।
mohiuddinrupom1415@gmail.com

ইলমের খোঁজে শত মাইল

সকল তারীফ আল্লাহর। শান্তি ও কল্যাণের বারিধারা ঝরুক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন, তাঁর সাহাবী এবং শেষ দিন পর্যন্ত যারা ইসলামের দিশা মেনে চলবে, তাদের সবার ওপর।

আমাদের প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলো ছিলেন ইলমের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। শুধু একটি হাদীসের খোঁজে তাঁরা পাড়ি দিতেন মাইলের পর মাইল। আবূ আইয়ুব যাইদ ইবনু খালিদ আল-আনসারি (রহ.) মদিনা থেকে সুদূর মিশর গিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবীর মুখে একটি হাদীস শুনবেন বলে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযি.) খোদ আল্লাহর রাসূলের মুখে অনেক হাদীস শুনেছেন। এতৎসত্ত্বেও একটি হাদীসের জন্য সিরিয়া যেতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। সে সময়ের হিসেব কষলে সিরিয়ায় পৌঁছানো মোটেও সহজ ছিল না। কম হলেও এক মাসের দুর্গম পথ। কোনো সংকোচ ছাড়াই এই মানুষগুলো অত দূর সফর করতেন। এখন যার কাছে যাচ্ছেন, তিনি যদি সমাজের নিম্নশ্রেণির কিংবা কম জানা লোক হয়, তবুও তারা কোনো পরোয়া করতেন না।

ইলমের প্রতি এমন উচ্চাভিলাষীদের নিয়ে তালিকা বানালে মূসা (আ.)-এর নাম সবার আগে আসে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার আর তার শিষ্যের[১] ভ্রমণকাহিনি আমাদের জানিয়েছেন। এই ধরণির বুকে এমন কেউ যদি থাকত—জ্ঞানার্জনের জন্য যার ভ্রমণের কোনো দরকার নেই, তাহলে তিনি হতেন মূসা আলাইহিস সালাম।

১. শিষ্য বলতে ইউশা ইবনু নূন (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। তাফসীরু ইবনি কাসির, ৫/১৫৭। সূরা কাহ্‌ফ ১৮: ৬০-৬৫ এর ব্যাখ্যায়। (অনুবাদক)

কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলছেন, তাকে আসমানি কিতাব তাওরাত দিয়ে রেখেছেন, যেখানে দরকারী সবকিছুই রয়েছে। এরপরেও আল্লাহ যখন তাকে অবগত করলেন, এই পৃথিবীতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আছে, যার নাম খিজির, মূসা (আ.) একটি নিমেষও বেগার যেতে দিলেন না। শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়লেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তির খোঁজে। তাদের সেই ভ্রমণকাহিনি আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে বলেছেন:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

'আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, "দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি থামব না; অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।"' (সূরা কাহাফ, ১৮: ৬০)

খিজিরের খোঁজে তিনি যুগ যুগ ধরে চলার পাকা নিয়ত পর্যন্ত করে ফেলেছিছেন। পরবর্তী সময় খিজিরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেই কাহিনিও আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

'মূসা তাকে বললেন, আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শেখাবেন—এই শর্তে আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?' (সূরা কাহাফ, ১৮: ৬৬)

তাদের এই আলাপচারিতা কুরআনে বিস্তারিত এসেছে। আর হাদীসের দিকে তাকালে উবাই ইবনু কা'ব-এর হাদীস এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য। এই হাদীসে মূসা ও খিজিরের পুরো গল্পটাই নবীজি (ﷺ) বলেছেন। বিখ্যাত হাদীস। সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে পাবেন।[১]

১. সহীহ বুখারী (৭৪), মুসলিম (২৩৮০)। পাঠকের সুবিধার্থে হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হলো: মূসা (আ.) একবার বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী। মূসা বললেন, আমি। এতে আল্লাহ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ, এ জ্ঞানের ব্যাপারটিকে তিনি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ ওয়াহি পাঠালেন, দু-সমুদ্রের সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা রয়েছে, সে তোমার চেয়ে জ্ঞানী। মূসা (আ.) বললেন, ইয়া রব, আমি কীভাবে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি? আল্লাহ বললেন, তোমার সঙ্গে একটি মাছ নাও এবং সেটা থলের মধ্যে রাখো। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই (তাকে পাবে)।

তারপর তিনি একটি মাছ নিলেন এবং সেটাকে থলের মধ্যে রেখে রওনা দিলেন। সঙ্গী হলেন তাঁর খাদেম ইউশা ইবনু নূন। তাঁরা যখন (হাঁটতে হাঁটতে) সমুদ্রের ধারে একটি বড় পাথরের কাছে এসে থামলেন, তখন এর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন দুজনই। এ সময় মাছটি থলের ভেতর লাফিয়ে উঠল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখান থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয় গেল।

এই দিকে মূসা (আ.) যখন জাগ্রত হলেন, তাঁর সফরসঙ্গী মাছের কথা বলতে ভুলে যান। সেদিনের বাকি সময় ও পরবর্তী রাত তাঁরা (এভাবেই) চলতে থাকলেন। যখন ভোর হলো, মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার আনো তো, এ সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

হাদীসটি বলার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আল্লাহ যে স্থানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই স্থান অতিক্রম করার আগে মূসা (আ.) ক্লান্ত হননি।'

যাইহোক, মূসার খাদেম বলল, আপনি কি খেয়াল করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম! মূলত শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল এ কথা। মাছটি বিস্ময়করভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেছে। মূসা (আ.) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম।

তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পেছনে যেতে থাকলেন এবং সেই শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পেলেন তাঁরা। মূসা (আ.) সালাম দিলেন। (কাপড়ে জড়ানো) খিযির (আ.) বললেন, তোমাদের এই স্থানে সালাম এল কোত্থেকে? মূসা বললেন, আমি মূসা। বনী ইসরাঈলের মূসা? খিযির (আ.) জানতে চাইলেন। মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি এই উদ্দেশ্যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শেখাবেন। খিযির (আ.) বললেন, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা, আল্লাহর জ্ঞান থেকে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তুমি জানো না। আর তোমাকেও আল্লাহ তাঁর জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমি জানি না। মূসা (আ.) বললেন, ইনশা আল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন আর আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না। তখন খিযির (আ.) বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করোই, তাহলে আমি না বলা পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করবে না।

তারপর তাঁরা উভয়ে চললেন সমুদ্রের পাড় ধরে। একটি নৌকা যাচ্ছিল তখন। নৌকার মাঝিদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ করলেন যাতে তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেলল। তাই বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়ে নিল তাদেরকে। যখন তাঁরা নৌকায় উঠলেন, খিযির (আ.) নৌকার একটি তক্তা ছিদ্র করে দিলেন কুড়াল দিয়ে। মূসা (আ.) বললেন, এই লোকগুলো বিনা ভাড়ায় আমাদের বহন করছে, অথচ আপনি এদের নৌকা নষ্ট করছেন! আপনি নৌকাটি ছিদ্র করে ফেললেন, যাতে যাত্রীরা ডুবে যায়! আপনি তো অন্যায় করেছেন! খিযির (আ.) বললেন, আমি কি বলিনি তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা (আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না; আর আমার ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা করবেন না । নবীজি (ﷺ) বলেন, মূসার এ অভিযোগটি ছিল প্রথমটির চাইতেও মারাত্মক।

মূসা (আ.) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনার সঙ্গে আমাকে আর রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেছে।
তারপর তাঁরা দুজনই চলতে লাগলেন আবার। এক বসতির কাছে পৌঁছে এর বাসিন্দাদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। মূসা ও খিযির (আ.) সেখানে এক পতনোন্মুখ দেয়াল দেখতে পেলেন। সেটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির (আ.) নিজ হাতে সেটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ.) বললেন, এ লোকদের কাছে আমরা এলাম, তারা আমাদের খাদ্য দিলো না এবং আমাদের আতিথেয়তাও করল না। আপনি তো ইচ্ছা করলে (দেয়াল ঠিক করার) জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। খিযির বললেন, এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল। তবে আমি এখনই তোমাকে অবহিত করব ওসব বিষয়ের গূঢ় রহস্য, যেগুলোতে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারোনি। (সূরা কাহাফের ৭৯ থেকে ৮২ নং আয়াতে সেই রহস্যগুলো এসেছে। পাঠককে সেগুলো দেখার অনুরোধ রইল।)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযি.) ছিলেন একজন বিদগ্ধ মুফাসসির, কুরআনের সেরা ব্যাখ্যাকারকদের একজন। যে ক'জন সাহাবী কুরআনের ওপর তুখোড় ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারির মুফাসসির। তাফসীর গ্রন্থগুলো তাঁর অভিমত ছাড়া অচলই বলা যায়। কিন্তু আল্লাহর কালামের ওপর এ রকম মুনশিয়ানা থাকার পরেও তিনি বলতেন:

'যে আল্লাহর কোনো শরীক হয় না, আমি তাঁর কসম করে বলছি, গোটা কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই, যার নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। গোটা কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই, সেটা কেন নাযিল হয়েছে আমি জানি না। এতৎসত্ত্বেও কখনো যদি শুনি, আল্লাহর কালাম সম্পর্কে কেউ আমার চাইতে বেশি জানে, আর সেখানে উট পৌঁছুতে পারে (যাওয়া সম্ভব) তবে তার কাছে পৌঁছুতে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দেবো।'[১]

আবূ দারদা (রাযি.) বলতেন:

'আমি যদি আল্লাহর কালামের কোনো আয়াত না বুঝি এবং জানতে পারি, কেউ আমাকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, পারলে শুধু বার্ক আল-গিমাদ এলাকার কেউ পারবে, তাহলে সেখানেই রওনা হব।'[২]

বার্ক আল-গিমাদ ইয়েমেনের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি এলাকা। আবূ দারদার আবাসস্থল থেকে বহু দূর।[৩]

মাসরূক (রহ.) কূফা থেকে বসরায় গিয়েছিলেন কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জানার জন্য। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলেন, গিয়ে দেখেন তিনি সেখানে নেই। পরে কেউ একজন জানাল, লোকটি এখন শামে অবস্থান করছে। তিনি তখন বসরা থেকে আবার শামের উদ্দেশে রওনা হলেন।[৪]

আরেকবার তো এক লোক কূফা থেকে সিরিয়ায় আসে আবূ দারদা (রাযি.)-কে প্রশ্ন করতে, সে যে কসম খেয়েছে, তা ঠিক আছে কি না নিশ্চিত হবার জন্য।[৫]

---

১. সহীহ বুখারী (৫০০২), মুসলিম (২৪৬৩)
২. সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা (২/৩২২)
৩. বর্তমানে তা সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আসিরের একটি এলাকা। (অনুবাদক)
৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া (২/৯৫)
৫. আল-ফাকিহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ (২/১৭৭)

শুধু তা-ই নয়, সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহ.) কূফা থেকে মক্কায় চলে যান আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে কুরআনের শুধু একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জানার নিয়তে।[১]

হাসান আল-বাসরি (রহ.) কূফা গিয়েছিলেন কা'ব ইবনু উযরাহ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করতে, হজের সময় মাথায় আঘাত পেলে সেটার ফিদ'ইয়া কীভাবে আদায় করবেন।[২]

ইতিহাসের পাতায় এ রকম ইলমি ভ্রমণ-কাহিনির ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। মানুষ ইলমের জন্য দিগ্‌দিগন্ত ছুটে বেড়াত একটা সময়। যেমন এক লোক একবার কসম খেয়ে ফিকহ-শাস্ত্রবিদদের দ্বারস্থ হলো। কিন্তু ফকীহগণ সঠিক উত্তর নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। আদৌ তার কসম বৈধ কি না—নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে তারা তাকে একটি শহরের খোঁজ দিলেন। কিন্তু এখানেও বিপত্তি দেখা দিলো। শহরটি সেই লোকের এলাকা থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। কেবল একটি প্রশ্নের জন্য অত দূর সফর করা অনেকের কাছেই বাতুলতা মনে হতে পারে। তাই শহরের ঠিকানা দিয়ে ফকীহগণ এটাও বলে দিলেন, 'শহরটা দূরে হলেও তার জন্য মোটেও দূর নয়, যে তার দ্বীন নিয়ে ভাবে।'

এখানে একটি শেখার বিষয় আছে; বিশেষ করে তার জন্য, যে তার দ্বীন নিয়ে ততটাই চিন্তিত যতটা জাগতিক বিষয়-আশয় নিয়ে চিন্তা করে। এ রকম কেউ যখন তার দ্বীন নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং প্রশ্ন করার মতো নিকটস্থ কাউকে পায় না, তখন সে তার দ্বীন রক্ষার তাগিদে বহু দূর সফর করতেও সংকোচবোধ করবে না। আবার সে যখন জানতে পারবে, দূরে কোথাও তার জন্য জাগতিক কল্যাণ অপেক্ষা করছে, তখন উচিত হচ্ছে সেখানে দ্রুত ছুটে যাওয়া।

আসল কথা হলো, মানুষের কাছে জাগতিক বিষয়ের মতো পরকালীন বিষয়ও যখন দামি হয়ে ওঠে, তখন দ্বীনের জন্য কোনো কিছুই আর কঠিন ঠেকে না। সুদীর্ঘ পথ তখন গুটিকয়েক পদচারণ মনে হয়।

আমরা আমাদের আলোচ্য হাদীসে ফিরে যাই। ইলমের খোঁজে যে লোকটি লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল, আবূ দারদা তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। নবীজির কাছে

১. সহীহ বুখারী (৪৫৯০)
২. আর-রিহলা (হাদীস: ৫২), তাফসীর ইবনু কাসীর (সূরা বাকারার ১৯৬ নং তাফসীর)

শোনা একটি চমৎকার হাদীস শুনিয়ে তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হাদীসটি ইলম এবং ইলম অন্বেষণকারীর ফজিলত বিষয়ক। মুমিনদের সুসংবাদ দেবার এই চর্চা আল্লাহর আয়াত থেকে গৃহীত, তিনি বলেন:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'আর যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন বলুন, তোমাদের ওপর সালাম। তোমাদের রব তাঁর নিজের ওপর দয়া লিখে নিয়েছেন; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে না জেনে পাপ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তাহলে (জেনে রাখুক) তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'
(সূরা আনআম, ৬: ৫৪)

একদল ছাত্র একবার বেশ হৈচৈ করছিল হাসান আল-বাসরির দরসে বসে। সেখানে তাঁর ছেলেও উপস্থিত ছিল। বাবার মজলিসে এ রকম হৈচৈ দেখে সে তাদের সাথে কিছুটা কঠোর আচরণ করল। ছেলের এই কাণ্ড দেখে হাসান বাসরি (রহ.) তাকে শুধালেন, 'বাবা, তাদের প্রতি নরম হও।' এরপর তিনি ওপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ—উভয় গ্রন্থেই আবূ সাঈদ (রাযি.)-এর বলা একটি হাদীস পাওয়া যায়। তার হাদীসটি হলো: 'আল্লাহর রাসূল আলেমদের ওসিয়ত করেছেন, তারা যেন ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করেন।'[১]

যির্ ইবনু হুবাইশ (রহ.) একদিন সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রহ.)-এর কাছে গেলেন দ্বীন শেখার জন্য। তাকে দেখে সাফওয়ান বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য ফেরেশতারা ডানা মেলে দেয়।' আবূ সাফওয়ান খোদ আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

১. তিরমিযী (২৬৫০, ২৬৫১), ইবনু মাজাহ (২৪৭, ২৪৯) যঈফ
২. তিরমিযী (৩৫৩৫, ৩৫৩৬), হাসান সহীহ

অন্য একদিন তো ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর দরজার সামনে ছাত্ররা শোরগোল পাকিয়ে দিয়েছিল। ক্ষণিকবাদে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'পবিত্র জ্ঞান (ইলম) তালাশকারীরা আল্লাহর বন্ধু হবার যোগ্য, পরকাল তাদের সুখকর হওয়াই কাম্য।'[১] মূলত এটা বলে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন, যাতে করে তারা ইলম অন্বেষণের তাগিদে জড়ো হয় এবং ওপারের চিরস্থায়ী সুখ উপভোগ করার তাওফীক পায়।

বিখ্যাত সাহাবী মুয়ায বিন জাবাল (রাযি.) ঠিক এই কারণেই মৃত্যুশয্যায় চোখের পানি ঝেড়ে বলেছিলেন:

'আমার কান্না পাচ্ছে এটা ভেবে, আমি আর গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে পিপাসার্ত থাকার (অর্থাৎ সাওম থাকার) অনুভূতি পাব না, কনকনে শীতের রাতে রবের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পাব না, আলেমদের মজলিসে ছাত্রদের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসতে পারব না।'[২]

আলেমদের এজন্য উচিত ছাত্রদের স্বাগত জানানো, তাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করা। হাসান আল-বাসরি (রহ.) ছাত্রদেরকে স্বাগত জানাতেন এভাবে:

'মারহাবা! আহলান ছাত্ররা! আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির জীবন দান করুক, আমাদের সবাইকে তাঁর শান্তির ভুবন জান্নাতে একত্র করুক। ইলমের এই যাত্রায় তোমরা যদি ধৈর্য রাখো, নিষ্ঠার পরিচয় দাও এবং বিশ্বাস রাখো, তাহলে তোমাদের এই ইলমচর্চা বড়ই সাওয়াবের কাজ হবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবার মাধ্যমে তোমাদের সাওয়াবের এই ভাগ হারিয়ে ফেলো না। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দেখেছে, সে অবশ্যই দেখেছে তিনি (ﷺ) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর জন্য ইট-পাথরের দালান গড়ে যাননি। বরং তাঁকে ইলম দেয়া হয়েছিল। আর তিনি নিজেকে সেই ইলমের জন্যই নিবেদিত করেছিলেন। অতএব গড়িমসি কোরো না। নাজাত অনেক উঁচুতে। নাগাল এত সহজ না। এরপরেও কোন জিনিস তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে? নাকি তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত? কা'বার রবের কসম করে বলছি, বিচার দিবস খুব দূরে নয়। তোমরা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছ।'[৩]

---

১. আল উমরু ওয়াশ-শায়বু, ইবনু আবিদ দুনিয়া (৩৬)

২. আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ (২/১৬), আল-হিলইয়া (১/২৩৯)

৩. আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ (২/২৪২)

ইলমের পথ জান্নাতি পথ

এবার আমরা আবূ দারদার বলা হাদীসটির ব্যাখ্যা জানব। আরবীতে মূল হাদীসটি এ রকম:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তির ইলমের খোঁজে পথ চলে, এর দ্বারা আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে ধাবিত করেন।'

হাদীসের আরেকটি বর্ণনা এ রকম:

سَهَّلَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'...এর দ্বারা আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[১]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: আবূ হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيقًا

১. সহীহ মুসলিম (২৬৯৯)

إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা দ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'

হাদীসের রকমারি শব্দচয়ন থেকে আমরা বেশ কিছু শিক্ষা নিতে পারি:

প্রথমত, ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম সহজ করে দেন, তাকে তার পথে পরিচালিত করেন এবং সেই পথও মসৃণ করে দেন। আর ইলমের এই পথ এক জায়গায় গিয়ে থেমেছে। তা হলো, জান্নাত। এজন্য বলি, ইলমের পথ জান্নাতি পথ। হাদীসের এই শিক্ষা আল্লাহ তাআলার কথার সাথেও মিলে যায়:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

'আর কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য অবশ্যই সহজ করে দিয়েছি; অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?' (সূরা ক্বমার, ৫৪: ১৭)

জনৈক সালাফ (মাতারুল ওয়াররাক রহ.) এই আয়াত সম্বন্ধে বলতেন:

'এর অর্থ হলো, আছে কি কোনো ইলম অন্বেষণকারী, যাকে এই কাজে সাহায্য করা যায়?'[১]

দ্বিতীয়ত, ইলম অন্বেষণকারী যখন আল্লাহকে রাজিখুশি করার নিয়তে ইলম শিখবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য ইলম অনুযায়ী আমল করাও সহজ করে দেবেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে শেখানোর মধ্য দিয়ে দিশা প্রদান করবেন, তাকে ইলম দ্বারা উপকৃত করবেন এবং আমলের তাওফীক দেবেন। জান্নাতের অসংখ্য পথের মাঝে এটিও একটি পথ, যার শেষটা জান্নাতে গিয়ে মিশেছে।

তৃতীয়ত, ইলম অন্বেষণকারী যে বান্দা আমলের তাগিদে শেখে, আল্লাহ তার জন্য দ্বীনের অন্যান্য শাস্ত্র উন্মোচন করে দেন। ফলে সে সেগুলো থেকেও উপকৃত হতে থাকে এবং জান্নাতের দিকে এগিয়ে যায়। পূর্বসূরিদের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে:

১. সহীহ বুখারী, (৭৫৫১-এর ভূমিকায়)। তাফসীরুত তাবারী, (২২/৫৮৫) দারুত তারবিয়াহ